দামুড়হুদায় কর্মহীন ভ্যানচালক পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী প্রদান

দামুড়হুদায় জেলা প্রশাসকের উদ্যোগে ভ্যানচালক পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান।

জানা গেছে, সারা দেশের ন্যায় চুয়াডাঙ্গার জেলাবাসীকেও করোনা ভাইরাস থেকে সুরক্ষিত রাখতে সরকারীভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে সরকারী বেসরকারী অফিস, দোকানপাটসহ বিভিন্ন যানবাহন। এতে কর্মহীন হয়ে পড়েছে চুয়াডাঙ্গার খেটে খাওয়া স্বল্প আয়ের মানুষ গুলো। লকডাউনে কর্মবিমুখ অসহায় ভ্যানচালক।

এ লক্ষে দামুড়হুদা উপজেলা সদরের উজিরপুর গ্রামের গোলাম মোস্তফার পরিবারের অভাবের কথা গত বৃহস্পতিবার জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার এর নিকট জানালে তিনি তাহার খাদ্যের ব্যবস্থা করে দেবেন বলে আশস্থ করেন।

এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল শুক্রবার বিকাল ৪ টার দিকে জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার এর পক্ষ থেকে পাঠানো খাদ্য সামগ্রী নিয়ে ভ্যানচালক গোলাম মোস্তফার বাড়িতে পৌছান দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান।

এ সময় কর্মহীন ভ্যানচালক গোলাম মোস্তফা জেলা প্রশাসকের পাঠানো খাদ্য সামগ্রী পেয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে দোয়া কামনা করেন।

মেহেরপুর টেকনিক্যাল স্কুলের

ভবন নির্মাণে ম্যানুয়াল পাইলিং বন্ধের দাবি

মেহেরপুর টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের নতুন ভবন নির্মাণ কাজে ম্যানুয়াল পাইলিং বন্ধের দাবি জানিয়েছেন পৌরসভার ৮নং ওয়ার্ডের এলাকাবাসী।
পাইলিং বন্ধের দাবিতে মেহেরপুর পৌর মেয়র বরাবর আবেদন জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা।

এবিষয়ে ভুক্তভোগীরা অভিযোগ করে বলেন, আমাদের বাড়ির পাশে প্রাচীর সংলগ্ন মেহেরপুর টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজে অবস্থিত। এই প্রতিষ্ঠানের নতুন ভবন নির্মাণের জন্য ম্যানুয়াল পাইলিং এর কাজ করা হচ্ছে। অত্র এলাকায় অবস্থিত পূর্বের ইট সিমেন্ট দিয়ে বাড়ী নির্মাণ করা হয়েছে। বাড়ির পাশেই ম্যানুয়াল পাইলিং এর কারণে সমস্ত ঘরবাড়ি কম্পনের সৃষ্টি হচ্ছে এতে আমাদের বাড়িঘরের অপূরণীয় ক্ষতির আশংকা তৈরী হচ্ছে। তাই ভুক্তভোগীদের বাড়িঘর ক্ষতির হাত থেকে বাচাতে ম্যানুয়াল পাইলিং বাদ দিয়ে নির্মাণ কাজে হাইড্রোলিক হ্যামার ব্যবহার করার অনুরোধ জানান।

জেলা শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী জাহিদুল করিম বলেন, ম্যানুয়াল পাইলিং এর কারণে আশেপাশের ৫০ ফিট দূরত্ব পর্যন্ত সাধারণ বাড়িঘরের ক্ষতি হয় এ কথা সত্য। ক্ষতির কথা চিন্তা করেই আমরা ১২ ফিট টপ সার্ফেস গভীর করে কাজ করছি যে কারণে ৭৫℅ ভাইব্রেশান কম হবে।

ভবন নির্মাণের শিডিউলে ম্যানুয়াল পাইলিং এর কথা উল্লেখ আছে যার ব্যয় ধরা হয়েছে ৭ লক্ষ টাকা কিন্তু আমরা যদি এই কাজে হাইড্রোলিক হেমার ব্যবহার করি তাতে ব্যয় হবে ৩৩ লক্ষ টাকা। এ বিষয়ে আমরা উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে অবহিত করেছি। সরকারের উন্নয়নমূলক কাজে দেশের কোন নাগরিক ক্ষতিগ্রস্ত হোক তা আমরা চাইনা।

এবিষয়ে আগামীকাল রবিবার সংশ্লিষ্ট সকলে বসে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এর পরেও যদি কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে আমরা তার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।

জীবননগরে মানবিক বাংলাদেশ সোসাইটির মাস্ক ও লিফলেট বিতরণ

কোভিড-১৯ মহামারী করোনা ভাইরাসের প্রার্দুভাব থেকে রক্ষাপেতে জন সচেতনা বৃদ্ধির লক্ষে এলাকাবাসীর মধ্যে মাস্ক ও জন সচেতনা মুলক লিফলেট বিতরণ করেন।

গতকাল বিকালে করিমপুর বাজারে উক্ত সংগঠনের জেলা কমিটির সভাপতি নাজমুল হুসাইন, সহ সভাপতি ওলি-উল্লাহ প্রকাশ, সাধারণ সম্পাদক সুজন মির উপস্থিত হয়ে জীবননগর উপজেলা শাখার উদ্দ্যেগে উপস্থিত সকলের মাঝে মাস্ক ও লিফলেট বিতরণ করেন।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মেহেদি হাসান রনি, সাংগঠনিক সম্পাদক লিমন হুসাইন, হাসাদাহ প্রেসক্লাবের সভাপতি ডি. এম মতিয়ার রহমান, সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান রিপন হাসাদাহ ইউনিয়ন ৭নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি বশির মোল্লা সহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। কোভিড -১৯ থেকে রক্ষাপেতে এই মাস্ক ও লিফলেট বিতারণ করা হয়।

গ্রীষ্মের দাবদাহে কালীগঞ্জ সেজেছে প্রকৃতির সাজে

ঋতু চক্রের আবর্তনে নয়নাভিরাম ফুলের এক বর্ণিল আয়োজন নিয়ে আমাদের প্রকৃতিতে আবারো হাজির হয়েছে গ্রীষ্মকাল। ফুলের কথা উঠলে আগে আসে ঋতুরাজ বসন্তের কথা।

কিন্তু গ্রীষ্মেও ফোটে নানা রঙের বাহারি ফুল। প্রচণ্ড দাবদাহে

কিছুটা হলেও প্রশান্তির পরশ বুলিয়ে দেয় এসব ফুল। বৈশাখ মাসের প্রথম ভাগেই পাওয়া যায় কয়েকটি বাহারি ফুল।

কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, জারুল, সোনালু, স্বর্ণচাঁপা, ভাঁট, গন্ধরাজ, উদয়পদ্ম, গুলাচি, লালসোনাইল ইত্যাদি গ্রীষ্মের প্রধানফুল হলেও পালান, দুরন্তলতা, শ্যামটিউলিপ, মে ফ্লাওয়ার, অনন্তলতা, পাদাউক, সোনালী শাপলা, বেলি, জহুরিচাঁপা, বনপারুল, কার্ডওয়েল লিলিসহ কয়েকজাতের লিলি ও এই সময়ে প্রকৃতিতে শোভাবর্ধন করে থাকে। তবে এগুলোর মধ্যে একইগোত্রের কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, ও কনকচূড়ার রয়েছে আলাদা রূপ ও বৈশিষ্ট্য।

সামাজিক বনায়নের আয়ত্তায় লাগানো বিভিন্ন ফুলের গাছ শোভা বর্ধন করছে কালীগঞ্জের বিভিন্ন রাস্তা-ঘাট ও নদীর তীর।

কালীগঞ্জের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা যায় কৃষ্ণচূড়ার সমাহার, কাঠাল বাগান এলাকায় দেখা মেলে বেগুনী জারুল ফুলের। মোবারকগঞ্জ সুগার মিলের ভিতর শোভা পাচ্ছে রাধাচূড়ার মায়াবী সৌন্দর্য, বিভিন্ন বাসা বাড়ির দুয়ার ঘিরে রয়েছে মাধবীলতা আর তার মনমাতানো সুগন্ধ।

প্রকৃতিগত কারণে নানা গাছপালা আর ফুল-ফলের অপার সৌন্দর্যে কালীগঞ্জের সুখ্যাতি বেশ প্রাচীন। অন্যান্য ঋতুর মতো গ্রীষ্মের ফুলে সাজানো থাকতো প্রকৃতির কোলজুড়ে।

কিন্তু কাল পরিক্রমায় দিন দিন কমে আসছে গ্রীষ্ম রাঙানো এসব ফুল গাছ। সরকারী ও ব্যক্তি উদ্যোগে ফলজ ও কাঠ গাছের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রজাতির ফুলগাছ রোপনের ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন। নইলে যান্ত্রিকতা আর ব্যস্ততার ভীড়ে একসময় খর্ব হবে প্রকৃতির সৌন্দর্যের ভারসাম্য।

আলমডাঙ্গায় ধর্ষণের অভিযোগে

ইলেকট্রিক মিস্ত্রি গ্রেফতার

আলমডাঙ্গার কামালপুর গ্রামের ইলেকট্রিক মিস্ত্রিকে ক্লিনিকের এক আয়াকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
জানা যায়, আলমডাঙ্গার কামালপুর গ্রামের মোনায়েম আলীর ছেলে ইলেকট্রিক মিস্ত্রি এনামুল হকের (২৭) বিরুদ্ধে কাঠাভাঙ্গা গ্রামের শিউলি খাতুন (৩০) থানায় ধর্ষণের অভিযোগ করে। অভিযোগের পর পুলিশ ওই ইলেক্ট্রিক মিস্ত্রিকে গ্রেফতার করেছে।

এজাহার সূত্রে জানা যায়, শিউলি খাতুন আলমডাঙ্গার একটি ক্লিনিকে আয়া হিসেবে কাজ করেন। এরই এক পর্যায়ে বেশ কিছু দিন আগে এনামুল হকের সাথে শিউলি খাতুনের মোবাইল ফোনে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠে। প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠায় বউ পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন স্থানে নিয়ে বেড়িয়েছে।

গত ১১ এপ্রিল বিয়ে করবেন এমন প্রতিশ্রুতি দিয়ে আলমডাঙ্গা শহরে আসতে বলে। শিউলি খাতুন প্রেমিকের কথা মত আলমডাঙ্গা শহরে গিয়ে প্রেমিকের সাথে দেখা করেন। বিয়ের জন্য শহরের এক বাড়িতে নিয়ে জোর করে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে জানান শিউলি।

এলাকাবাসি জানিয়েছে, শিউলি খাতুন অভিযুক্ত এনামুল হকের সমন্ধীর ফুফু শাশুড়ী। সেই সুবাদে এনামুলের সাথে শিউলি খাতুনের আগে থেকেই পরিচিত ছিল। তাদের মধ্যে মোবাইলে কথাবার্তার এক পর্যায়ে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠে।

এ সংক্রান্ত শিউলি খাতুনের লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ গতকাল শুক্রবার এনামুলকে গ্রেফতার করেছে। আজ শনিবার শিউলি খাতুনের মেডিকেল পরীক্ষা করা হবে।

দর্শনায় পরকিয়ায় লিপ্ত হয়ে

স্বামীকে স্যালাইন এ বিষ প্রয়োগ, স্ত্রী গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানাধীন পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের সড়াবাড়িয়াতে স্ত্রী কাকলী খাতুন পরকিয়ায় লিপ্ত হয়ে স্বামী মাসুদকে স্যালাইন এর সাথে বিষ মিশিয়ে হত্যার চেষ্টা করেছে। স্বামী মাসুদ চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের বিছানায় কাতরাচ্ছে।

জানা গেছে, গতকাল শুক্রবার সকাল ১০ টায় ঘুমের ঔষধ এবং আলুর গাছে দেওয়া কীটনাশকে বিষ স্যালাইন এর সাথে মিশিয়ে খেতে দেয় স্ত্রী কাকলী খাতুন। ঐ বিষ মিশানো স্যালাইন খাওয়ার কিছুক্ষণ পর মাসুদ এর শরীরে বিষক্রিয়া শুরু হলে তাকে দ্রুত ১১ ঘটিকার সময় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়।
আরও জানা গেছে, স্ত্রী কাকলী খাতুন জীবননগর উপজেলার হরিয়াননগর গ্রামের আঃ কুদ্দুস এর মেয়ে এবং তার স্বামী মাসুদ চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানাধীন পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের সড়াবাড়িয়া গ্রামের কাদির মন্ডল এর ছেলে।

এই বিষ খাওয়ার ঘটনা স্ত্রী কাকলীর কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি ঘুমের বড়ি এবং ঘরে আলু গাছে দেওয়ার জন্য বিষ ছিল সেটা মিশিয়ে স্যালাইন এর সাথে খেতে দিয়েছি।
এ ঘটনায় মাসুদের মা মমতাজ বেগম বাদি হয়ে পরকীয়ায় লিপ্ত থাকা সাড়াবাড়িয়া গ্রামের ওসমান মোল্লার ছেলে মোংলা ওরফে মুকুল ও কাকুলীর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় একটি মামলা দায়ের করছে।

এ ব্যাপারে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মাহাবব্বুর রহমান কাজল জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ঘটনার সত্যতা স্বীকার করছে কাকলী।

কুড়ুলগাছি চন্ডিপুরের

কৃতিসন্তান বেতার শিল্পী সাংবাদিক আজিমুদ্দীনের মৃত্যু: বিভিন্ন মহলের শোক প্রকাশ

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের চন্ডিপুর গ্রামের মৃত ইদ্রিস আলীর ছেলে খুলনা বেতারের তালিকাভুক্ত শিল্পী, দর্শনা প্রেসক্লাবের ও কার্পাসডাঙ্গা নজরুল স্মৃতি সংসদের অন্যতম সদস্য সাংবাদিক আজিমুদ্দীন আহমেদ গতকাল শক্রবার দুপুর ১ টার দিকে নিজ বাড়িতে স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরন করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। মৃত্যুকালে তিনি ৪ মেয়ে নাতী নাতনী সহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন। তিনি দীর্ঘ ৭ মাস অসুস্থতায় ভুগছিলেন।
সাংবাদিক আজিমুদ্দীনের মৃত্যুতে পরিবার পরিজন সহ সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে। তাকে শেষ বারের মত বিদায় জানাতে ছুটে আসেন তার দীর্ঘদিনের সহকর্মী ও শিল্পী সহ সাংস্কৃতিক অঙ্গনের মানুষেরা।

তাঁর মৃত্যুতে দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি এম নুরন্নবী, সাধারই সম্পাদক বখতিয়ার হোসেন বকুল, যুগ্ম সম্পাদক শরীফ রতন, সাংগঠনিক সম্পাদক মেহেদী হাসান মিলন, ক্রীড়া সম্পাদক বিল্লাল হোসেন, জনপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল দৈনিক জাগো দেশ এর সম্পাদক শিমুল রেজা, কার্পাসডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি এম এ জলিল, সাধারণ সম্পাদক আতিয়ার রহমান সহ দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি সম্পাদক সহ প্রেসক্লাবের সকল সদস্যরা শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা ও শোক প্রকাশ করেছেন।

গতকাল বাদ আছর চন্ডিপুর গ্রাম্য কবরস্থানে তার দাফন সম্পন্ন করা হয়।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মাংশ ৬০০-৬৫০ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে।

ঐ সকল বাজারে খাশি ও ছাগীর মাংস পৃথক পৃথক দামে বিক্রি হয়। শুধু গাংনী বাজারেই মাংসের শ্রেণীবিন্যাস করা হয় না। এ নিয়ে মাংসক্রেতাদের মাঝে উপজেলা প্রশাসন ও পৌর কর্তৃপক্ষের প্রতি চরম ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। কয়েকজন কসাইয়ের সুবিধার জন্য কেন হাজার হাজার ভোক্তার অধিকার রক্ষা করা হচ্ছে না এ প্রশ্ন কর্তৃপক্ষের কাছে।

এ বিষয়ে গাংনী পৌর মেয়র আহম্মেদ আলী বলেন, আগামী রবিবার ব্যবসায়ী প্রতিনিধি, উপজেলা প্রশাসন, পুলিশ ও সাংবাদিকদের নিয়ে মাংস ব্যবসায়ীদের সাথে বৈঠক করা হবে। সবার সম্মতিক্রমে বাজার দর নির্ধারণ ও এ সমস্যার সমাধান করা হবে বলে মতামত ব্যক্ত করেন তিনি।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরএম সেলিম শাহনেওয়াজ বলেন, বাজার মনিটরিং করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গাংনীর সাহারবাটিতে প্রতিপক্ষের হামলা তিনজন আহত

গাংনীর সাহারবাটিতে পুর্বশত্রুতার জের ধরে প্রতিপক্ষের হামলায় এক পক্ষের তিন জন আহত হয়েছে।

আহতরা হলেন, সাহারবাটি গ্রামের ইসলামের ছেলে সুজন (২৫),দাউদ হোসেনের ছেলে আমানুর (৪৫) ও রেহান আলীর ছেলে আয়েছ (৩৭)। আহত সুজনকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে, আমানুর ও আয়েস কে গ্রামে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার সন্ধা সাড়ে ৭ টার দিকে সাহারবাটি চারচারা বাজারে এঘটনা ঘটে। হামলার ঘটনায় এলাকায় চলছে টানটান উত্তেজনা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সাহারবাটি বাজারে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

স্থানীয়সুত্রে জানাগেছে, সাহারবাটি গ্রামের শফিকুল ইসলামের ছেলে

ঝিনাইদহে হত্যা মামলাকে পুঁজি করে চলছে চাঁদাবাজি ও লুটপাট, বাড়ি ছাড়া ১৫ টি পরিবার

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পাকা গ্রামের অসহায় বিশারত আলী। ৩ প্রতিবন্ধী সন্তান নিয়ে জীর্ণশীর্ণ ঘরে বসবাস করে তার পরিবার। নিজে অন্যের জমিতে দিনমজুরের কাজ আর বাড়িতে প্রতিবন্ধী সন্তানদের সহযোগিতায় গরু লালন-পালন করে তার স্ত্রী। যা দিয়ে কোন রকম চলে তার সংসার।

গত ১৫ ফেব্রুয়ারি একই গ্রামের অন্যপাড়ায় মারামারিতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় আহত ইমরান। এর পর ওই বাড়িসহ বেশকিছু বাড়িতে হামলা চালায় নিহতের পরিবার ও দলীয় সমর্থকরা। জানেন না কিছু, ছিল না ঘটনার সময়।

তারপরও প্রতিবন্ধীদের এই বাড়ি থেকে লুট করে নিয়ে যায় আড়াই লাখ টাকা দামের ৩ টি গরু। গরু না থাকায় শুন্য তার গোয়াল। চাঁদা নেওয়ার অভিযোগও রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। যারা চাঁদা দেয়নি তাদের উঠতে দেওয়া হচ্ছে না বাড়িতে বলেও রয়েছে অভিযোগ।

জানা যায়, গত ১৫ ফেব্রুয়ারি শালিসী বৈঠকে তর্কবিতর্কের একপর্যায়ে মারামারি। মারামারিতে আহত হয় পাকা গ্রামের আব্দুল মালেকের ছেলে ইমরান হোসেন। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২ দিন পর ঢাকার একটি হাসপাতালে মারা যায় সে।

এ ঘটনায় থানায় মামলা হলে পুলিশ ৩ জন আসামীকেই গ্রেফতার করে। আসামী গ্রেফতার হলেও হত্যাকে পুঁজি করে অসহায় পরিবারদের বাড়ি-ঘর লুটপাট করা হচ্ছে। নিয়ে যাওয়া হচ্ছে গরু, ছাগল।

ভুক্তভোগি সেবেরা খাতুন ঘটনার বর্ননা দিতে গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তিনি বলেন, আমার পাগল ছেলে-মেয়ে গরুর পুষে বড় করছে। একটি গরু গাভিন ছিল। আমরা কিছু জানিনে। আমাদের মত অসহায় পরিবারের গরুও নিয়ে গেল। আল্লাহ এর বিচার করবে।

একই গ্রামের আমিরুল ইসলাম বলেন, ইমরান মারা যাওয়ার পর তার পিতা আব্দুল মালেক বানিজ্য শুরু করেছে। আব্দুল মালেক একই এলাকার

জুয়েল, মান্নান, আছালত, তকব্বার, সাব্দাল, সাঈদসহ তার সমর্থকরা অসহায়দের উপর নির্যাতন করছে। বাড়িতে উঠতে হলে তাদের মোটা অংকের টাকা চাঁদা দিতে হচ্ছে।

তাদের অত্যাচারে এখনও বাড়ি ছাড়া পাকা গ্রামের শফিউদ্দিন, আলেক, বাদশা, মজিদ, ফরিদ, ভুট্টোসহ বেশ কয়েকজন। এছাড়াও প্রায় ৫০ বিঘা জমি এখনও অনাবাদী রয়ে গেছে। আবাদ করতে দিচ্ছে না ওই পক্ষ।

চাঁদাবাজির বিষয়টি অস্বীকার করেন মুল অভিযুক্ত আব্দুল মালেক বলেন, মার্ডারের পর কিছু গরু-বাছুর আমাদের লোকজন নিয়ে আসছিল। সেই সময়ই পুলিশের মাধ্যমে ফেরত দেওয়া হয়েছে। চাঁদাবাজি করা হচেছ না। যারা বাড়িতে আসছেন না তারা বাড়িতে আসুক। তাদের কেউ কিছু বলবে না।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহের পুলিশ সুপার মুনতাসিরুল ইসলাম বলেন, ইমরান হত্যার ঘটনায় হত্যা মামলা হলে আসামীদের গ্রেফতার করা হয়েছে। লুটপাট ও চাঁদাবাজির বিষয়ে কোন অভিযোগ আসেনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত স্বাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।